Raga vargikaran & definition of Suddha, chhayalog Sankirna, Sandheprakas raga Parameil Prabesak raga

রাগ বর্গীকরণ

বর্গীকরণ অর্থ সরলীকরণ। কোন জটিল বিষয়কে সহজে বোধগম্য করবার জন্যই এই প্রচেষ্টা। এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে রাগ বর্গীকরণের প্রবৃত্তি দেখা যায়। তবে কালপ্রভাবে একদিকে যেমন রাগ-রূপের পরিবর্তন ঘটেছে, অপরদিকে তেমনিই গীতরীতি তথা গীতশৈলীরও রূপান্তর ঘটেছে। তাই এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাগ বর্গীকরণেরও বৈপ্লবিক রূপান্তর হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে রাগ বর্গীকরণের একটি ধারাবাহিক আলোচনা করা হল। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক কালে নিম্নলিখিত রাগ-বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলি প্রচলিত ছিল ঃ

প্রাচীন কাল ঃ জাতি বর্গীকরণ, গ্রাম-রাগ বর্গীকরণ, রত্নাকরের দশবিধি রাগ বর্গীকরণ এবং ছায়ালগ ও সংকীর্ণ রাগ বর্গীকরণ।

মধ্যযুগ ঃ রাগিণী বর্গীকরণ এবং মেল-রাগ বর্গীকরণ।

আধুনিক কাল ঃ রাগাঙ্গ বর্গীকরণ ও থাট-রাগ বর্গীকরণ।

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

জাতি বর্গীকরণ বা জাতিগায়ন

বর্তমান কালে রাগ গায়নের মত প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল জাতিগান, কারণ 'রাগ' নামটি তখন প্রচলিত ছিল না। 'রাগ' শব্দটি মতঙ্গ তাঁর 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। মূর্চ্ছনা হতেই জাতি গায়নের উৎপত্তি হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সাতটি শুদ্ধ জাতি এবং এগারটি বিকৃত জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সাতটি শুদ্ধ জাতির মধ্যে ষড়জ গ্রামজাত হচ্ছে চারটি—ষাড়জী, আর্ষভী, ধৈবত ও নিষাদী এবং মধ্যমগ্রামজাত হচ্ছে তিনটি—গান্ধারী, মধ্যমা ও পঞ্চমী। বিকৃত জাতিগুলির সবই ষড়জ এবং মধ্যম গ্রামের মিশ্রণজাত। ১১টি বিকৃত জাতির নাম হচ্ছে যথাক্রমে ষড়্জকৈশিকী, ষড়জজোদীচ্যবা, ষড়জমধ্যমা, গান্ধারোদীচ্যবা, রক্তগান্ধারী, তদ্বং কৈশিকী, মধ্যমোদীচ্যবা, কার্মারবী, গান্ধারপঞ্চমী, ষড়েজান্ধ্রী এবং নন্দয়ন্তী। জাতির লক্ষণ নির্ণয়ের দ্বারা প্রাচীনকালে রাগ নির্ণয় করা হত এবং আমরা শাস্ত্রে এই প্রকার ১০টি লক্ষণের উল্লেখ পাই, যথা—গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়বত্ব এবং ঔড়বত্ব। মতান্তরে ষাড়বত্ব ও ঔড়বত্বের স্থানে সংন্যাস এবং বিন্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। "রাগের দশবিধি লক্ষণ"-এর মধ্যে এই দশটি লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রামরাগ বর্গীকরণ

জাতি গায়নের পরে গ্রাম-রাগ পদ্ধতির প্রচলন হয়। 'রাগ'-এর মত এই গ্রাম-রাগ পদ্ধতিরও প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মতঙ্গের "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থে। মোট ১৮টি জাতি থেকে ৩০টি গ্রাম-রাগের উৎপত্তি হয়েছে এবং এই ৩০টি গ্রাম-রাগকে নিম্নলিখিত মোট

পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা ঃ শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারণী।

রত্নাকরের দশবিধি রাগ বর্গীকরণ

"সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থপ্রণেতা শার্ঙ্গদেব রাগগুলিকে মোট ১৯টি বিভাগে বর্গীকরণ করেছেন, যথা ঃ (১) গ্রামরাগ, (২) উপরাগ, (৩) রাগ, (৪) ভাষা, (৫) বিভাষা, (৬) অন্তর্ভাষা, (৭) রাগাঙ্গ, (৮) ভাষাঙ্গ এবং (৯) ক্রিয়াঙ্গ এবং (১০) উপাঙ্গ। এই দশটি বিভাগের মধ্যে প্রথম ছয়টি অর্থাৎ গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ, ভাষা, বিভাষা এবং অন্তর্ভাষাকে তিনি মার্গ সংগীত এবং শেষ চারটি অর্থাৎ রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গকে দেশী সংগীতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নিম্নে এই দশটি বিধির পরিচয় দেওয়া হল।

গ্রামরাগ— জাতিগান থেকেই গ্রামরাগের উদ্ভব। কারণ প্রাচীনকালে রাগ বলে কিছু ছিল না এবং রাগের পরিবর্তে প্রচলিত ছিল জাতিগান। শার্ঙ্গদেব শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারণী—এই পাঁচ প্রকার গীতরীতির অন্তর্ভুক্ত ৩০ প্রকারের গ্রাম রাগের উল্লেখ করেছেন।

উপরাগ— গ্রামরাগের বিভিন্ন স্বর পরিবর্তন করে সৃষ্টি হত উপরাগ। উপরাগের সংখ্যা মোট ৮টি।

রাগ— উপরাগের মত গ্রাম হতে উৎপত্তি হয়েছে রাগ এবং এর সংখ্যা ২০টি।

ভাষা— গীতের বিশিষ্ট এক শৈলীকে বলা হত ভাষা। যে সকল রাগ এই বিশেষ শৈলীর অন্তর্গত সেইগুলিকে বলা হত ভাষা রাগ। ভাষা রাগের সংখ্যা ৯৬টি।

বিভাষা— ভাষার মত বিভাষাও বিশিষ্ট অপর একটি শৈলীর রাগ। বিভাষার সংখ্যা ২০টি।

অন্তর্ভাষা—ভাষা বিভাষার মত তৃতীয় এক প্রকারের বিধি অনুযায়ী গানের নাম অন্তর্ভাষা রাগ। অন্তর্ভাষার সংখ্যা ৪টি মাত্র।

রাগাঙ্গ— শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী রাগগুলিকেই বলা হত রাগাঙ্গ রাগ। 'সংগীত তরঙ্গ'-কার বলেছেন—

"রাগ-অংগ খোলে, যাতে শ্রোতা মগ্ন হয়।
এ লক্ষণ-প্রমাণেতে রাগ অংগ কয়।

ভাষাঙ্গ— যে সকল রাগ শাস্ত্রীয় নিয়মে আবদ্ধ নয় এবং যাতে বিভিন্ন দেশীয় ভাষা ব্যবহার হত তাকে বলা হত ভাষাঙ্গ রাগ। ভাষাঙ্গ রাগের সংখ্যা মাত্র ৬টি। 'সংগীত তরঙ্গ'-কার বলেছেন—

"গান বোল অতি স্পষ্টরূপেতে গাইবে।
শ্রুতমাত্র শ্রোতাগণ বুঝিতে পারিবে।
জড়তা না জন্মে যেন বোলের প্রকারে।
এরূপ হইলে ভাষা অঙ্গ বলি তারে।"

ক্রিয়াঙ্গ— যে সকল রাগে সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য শাস্ত্রসম্মতভাবে কুশলতার সঙ্গে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ করা হত সেইগুলিকে বলা হত ক্রিয়াঙ্গ রাগ। ক্রিয়াঙ্গ রাগের সংখ্যা ৩টি মাত্র। 'সংগীত তরঙ্গ'-কার বলেছেন—

"স্বর-বোল-লয় থাকিবে ধারামত।
সেই কোন্ ধারা, তাহা হত অবগত।।
সুরে থাকিবেক বোল, সঙ্গে তাল লয়।
তাতে যেন কোনমতে বেসুরা না হয়।
এ সব ক্রিয়ার দ্বারে করিবেক সাংগ।
তবে তাহাকে তখন বলিব ক্রিয়াঙ্গ।।"

উপাঙ্গ— যে সকল রাগ মূল রাগটির স্বর সমূহের কিছু পরিবর্তন সাধন করে পাওয়া হত সেইগুলিকে বলা হত উপাঙ্গ রাগ। উপাঙ্গ-রাগ আছে ২৭টি। 'সংগীত তরঙ্গ'-কার বলেছেন—

"একত্র করিয়া এই দ্বিবিধ প্রকার
ন্যূনাধিক্য করিবে উপরে তাহার।।
তাতে যদি কোন মতে অশুদ্ধ না হয়।
উপাংগ বলিয়া তবে তার নাম কয়।।"

উপরিউক্ত রাগ সংখ্যাগুলি সবই শার্ঙ্গদেবের সময় প্রচলিত সংখ্যা। তাই "সংগীত রত্নাকর" গ্রন্থে মোট রাগ সংখ্যা পাওয়া যায় ২৬৪টি।

শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সংকীর্ণ রাগ

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে রাগসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত বা বর্গীকরণ করা হয়েছে, যেমন শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সংকীর্ণ রাগ।

(১) শুদ্ধ রাগ—যে সকল রাগে অন্য কোনও রাগের ছায়া পড়ে না, পরিপূর্ণ শুদ্ধ রূপটি বজায় থাকে তাকে বলা হয় শুদ্ধরাগ। অর্থাৎ শুদ্ধরাগ হচ্ছে তাই যা শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে গীত হয়ে হৃদয়রঞ্জক হয়।

(২) ছায়ালগ রাগ—দুইটি রাগের পরস্পরের মিলন হলে অথবা একটির উপর অপরটির ছায়া পড়লে তাকে বলা হয় ছায়ালগ বা সালংক রাগ। 'সঙ্গীতদর্পণ' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'ছায়ালগরাগশ্চৈব নামান্যছায়ালগত্বেন রক্তি হেতুত্বং ভবতি।" অর্থাৎ ছায়ালগ রাগ অন্য রাগের ছায়ার অনুসরণ করে হৃদয়রঞ্জক হয়।

(৩) সংকীর্ণ রাগ—যে সকল রাগে দুয়ের অধিক রাগমিশ্রণ ঘটে সেই রাগগুলিকে বলে সংকীর্ণ রাগ। সংকীর্ণ রাগ সম্বন্ধে 'সংগীত দর্পণে' উক্ত আছে, 'সংকীর্ণরাগশ্চৈব নাম শুদ্ধ রাগ শুদ্ধছায়ালগমুখ্যত্বেনরক্তি হেতুত্বম্।' অর্থাৎ সংকীর্ণ রাগে শুদ্ধ এবং ছায়ালগ উভয়ের প্রতীতি করিয়ে হৃদয়রঞ্জক হয়।